অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। সাত সাগর পাড়ি দিয়ে।।

চুমকী এ শহরে নতুন। একবারে যে নতুন তাও নয়। এরই মধ্যে একটি বছর পার হয়ে গেলো এই সিডনি শহরে। দেশ থেকে আসার আগে ভীষণ ভয় পেয়েছিলো। প্রথম বিদেশে যাওয়া। তাও চেনা জানা তেমন কেউ নেই। যতটুকু চেনা সে তো ওর বান্ধবী ঐ স্নিগ্ধা। ওর বছর খানেক আগে সিডনিতে এসেছে। দু'জন সেই স্কুল থেকেই বান্ধবী। স্নিগ্ধার উৎসাহতেই সিডনি ইউনিতে ভর্তি হয়েছে চুমকী। থাকেও দু'জন একসঙ্গে। প্রথম প্রথম দু'জনেরই খুব ফাঁকা ফাঁকা লাগতো। দেশে থাকতে পহেলা বৈশাখ, রমনার বটমূলে অনুষ্ঠান, একুশের বই মেলা, শহীদ মিনারের অনুষ্ঠান, নানান সব কনসার্ট, নাটক, শিল্পকলা একাডেমী, কত কী - কোন ফুরসৎই পাওয়া যেতো না যেন। তার মধ্যে পড়ার চাপ তো ছিলোই।

এখানে এসে ইউনি আর সিটিতে ঘোরাঘুরি, এই তো ওদের কাজ। এরই মধ্যে চুমকীর পরিচয় হলো সৈকতের সঙ্গে। সৈকত ইউটিএস-এ আইটি পড়ছে। পরিচয়টাও বেশ মজার। বাস ধরবে বলে একদিন ভিক্টোরিয়া বিল্ডিংয়ের সামনে দিয়ে হাঁটছে চুমকী, হঠাৎ মনে হলো কে যেন ওকে পিছন থেকে ডাকছে --

- এক্সকিউজ মি। হ্যালো এক্সকিউজ মি। হ্যালো, হ্যালো
- সরি - আর ইউ কলিং মি (চুমকী উত্তর দেয়)
- ইয়েস। ইউ প্রবাবলি ড্রপ্‌ড ইওর মোবাইল।
- ওহ থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ। কখন যে ব্যাগ থেকে -- সরি - আই ওয়াজ -
- সমস্যা নেই। আমিও বাঙালি। বাংলাদেশেরই। আপনি অনায়াসে বাংলা বলতে পারেন।
- আমি ঢাকার। আসলে বাসটা ধরবো বলে একটু তাড়াহুড়ো করতে গিয়েই ফোনটা...
- হ্যাঁ, আপনি লাকী পেছনে আমি ছিলাম। অবশ্য ধরে নেবেন না আপনাকে অনুসরণ করছিলাম।
- না না তা বলছি না তবে...
- এক্সকিউজ মি। ইজ দিস ইওর ফোন মাইট? আই স ইউ ড্রপ্‌ড দ্যাট বাহাইন্ড।
  (একজন মধ্য বয়সী অজি পিছন থেকে সৈকতকে ডেকে তার ফোনটা এগিয়ে দিলো।)
- ওহ থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ।
- নো ওয়ারিজ মাইট। নাউ ইউ টু ক্যান কল ইচ আদার।

- (মুচকী হাসি দিয়ে লোকটি বিদায় নেবার পর ওরা দু'জন একে অপরের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎ হো হো করে হেসে ওঠে। কারোরই হাসি যেন থামে না। চুমকীই একসময় থেমে বললো)
- এটা কেমন হলো বলেন তো?
- যা হয় এভাবেই হয়
- কী হয়? তার মানে?
- না মানে এইতো, মানে এই যা ... আচ্ছা বাদ দিন। আপনার পরের বাসটা কখন? কোথায় যাবেন?
- কেনসিংটন যাবো তবে এখন অতো তাড়া নেই। খিদে লেগেছে। লাঞ্চেরও সময় হলো।
- আপনি চাইলে আমরা এখানে কোথাও কুইক লাঞ্চ সেরে ফেলতে পারি।
- বেশ চলুন, পরিচয়টা আরেকটু ঝালিয়ে নেয়া যাবে।

সৈকতের কাছেই চুমকী পরবর্তীতে জেনেছে সিডনির বাঙালি কম্যুনিটির খবর। অলিম্পিক পার্কের বৈশাখী মেলা, এ্যাশফিল্ডের বই মেলা, বাংলা মেলাসহ আরো সব মেলা আর সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের খবর। সিডনির বাংলা ওয়েবসাইট গুলোর কথাও জেনেছে। সেগুলো থেকে জানতে পারছে কোথায় কখন কী হচ্ছে না হচ্ছে। আস্তে আস্তে ওর কিছুটা হলেও ঢাকা ঢাকা মনে হচ্ছে। ভাবছে - নাহ্ জীবনটা এখানে আর ততো বোরিং হবে না। ভাগ্যিস সৈকতের সাথে ... ... মানে ভাগ্যিস সেদিন ব্যাগ থেকে ফোনটা রাস্তায় পড়েছিলো ....।
সৈকত, চুমকী আর স্নিগ্ধা এক সঙ্গেই এখন সব জায়গাতে যায় বিশেষ করে মেলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গুলোতে। অন্য সময়ে কেবল সৈকত আর চুমকী।
ওদের প্রথম কোন মেলায় যাওয়াটা ছিলো এ্যাশফিল্ডে একুশের বই মেলাতে। রীতিমত মুগ্ধ হয়েছিলো। চুমকী এমনিতেই একটু আবেগী। একুশের গানের সাথে গলা মিলিয়ে গাইতে গাইতে অঝরে কেঁদেছিলো সেদিন কিছুক্ষণ। সৈকতের হাতটা চেপে ধরে বললো - সৈকত অশেষ ধন্যাদ। আমি আমার প্রাণ ফিরে পেলাম। এখানে আমার দেশ আছে ভাষা আছে গান আছে কবিতা আছে
- প্রভাত ফেরীও আছে (সৈকত বলে)। দাঁড়াও, এপ্রিলে তোমাদেরকে বৈশাখী মেলাতে নিয়ে যাবো তখন দেখবে বাঙালির ঢল। তবে বাংলা সংস্কৃতির শুদ্ধ ধারাটা শতভাগ পাওয়া যায় এই একুশের মেলাতেই।

সেদিন মেলা শেষে ওরা তিনজন একুশের গান আর জাতীয় সঙ্গীতটা গাইতে গাইতে ঘরে ফিরে গেলো।

এরপর এপ্রিল এলো। এলো বৈশাখী মেলা। মেলায় গিয়ে তো ওরা হতবাক! এতো বাঙালি এই সিডনি শহরে? এতো ধূমধাম হৈ চৈ! সৈকতকে চুমকী বলে ওঠে

- থ্যাঙ্ক ইউ সৈকত এখানে আমাদের নিয়ে আসার জন্য। মনে হচ্ছে দেশেই আছি। উহ্, আমি পাগল হয়ে যাবো
- আমার কথা কী এখন বিশ্বাস হচ্ছে?
- অবশ্যই। দাঁড়াও দাঁড়াও। এক্ষুনি আম্মাকে একটা ফোন দিয়ে বলি। যাও সৈকত - তুমি আর স্নিগ্ধা গিয়ে কিছু খাবার কিনে আনো।
- কি খাবে বলো।
- তোমাদের যা খুশী।

(চুমকী ফোনে ব্যস্ত। সৈকত আর স্নিগ্ধা এগিয়ে চলে)

- জানো স্নিগ্ধা আমার মনে হচ্ছে আজ এখানে সৌরভ থাকলে খুব মজা হতো। এ্যাট লিষ্ট তোমার খুব আনন্দ হতো।
- হ্যাঁ সৈকত তা তো হতোই। আমি অনেকবার ওকে বলেছি এখানে আসতে কিন্তু ওর ইচ্ছা আমেরিকায় যাবে। কাগজপত্র প্রায় গুছিয়ে ফেলেছে। আগামী বছরে আমরা আমেরিকায় যাবো এবং যাবার আগে বিয়েটাও সেরে নেবো।
- তা হলে তো খুব ভালো কথা।
- চুমকীটা খুব ভালো মেয়ে। তুমি খুব লাকী, ওকে পেয়েছো।
- তো! আমি কী খারাপ?
- নাগো - সত্যি বলছি, তোমরা মেড ফর ইচ আদার।

(ওদের কথা চলতে চলতে চুমকী এসে যায়)

- এ্যাই, তোমরা কিছু কিনলে?
- এইতো মোগলাই কিনেছি ধর।
- জানো, আম্মা বিশ্বাসই করতে পারছিলো না এখানে পহেলা বৈশাখের এতো বড় একটা উৎসব হয়। আমার কাছে সব শুনে জিজ্ঞেস করলো ওখানে কী মঙ্গল শোভাযাত্রাও হয়? আমি বললাম এখানে রাস্তাতে ঢাকার মত মঙ্গল শোভাযাত্রা করা হয়তো সম্ভব না। আম্মা বললেন - কেন এতো বিশাল ষ্টেডিয়ামে দিনের কোন এক সময়ে নেচে গেয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে, বেলুন ফেষ্টুন উড়িয়ে মাঠের মধ্যে দু'চক্কর দিলেই তো হয়ে যায়।
- তাইতো। খালাম্মা ঠিকই বলেছেন (স্নিগ্ধার মন্তব্য)। করা যাবে না কেন? যারা মঞ্চে পারফর্ম করছে তাদেরকে বলতে হবে মঞ্চে পারফর্ম করতে হলে শোভাযাত্রাতেও অংশ নিতে হবে।
- ঢাকার মত ফানুস ফেষ্টুন প্রথম দু'একবার হয়তো হবে না। কিন্তু নানান রঙ্গের ব্যানার বেলুন ফেষ্টুন তো সহজেই হয়। ঢাক ঢোলেরও অভাব নেই। একবার শুরু করে দিলে সবার মাথায়

নতুন আইডিয়া আসতে থাকবে। তখন দেখবে অনেকেই অনেক কিছু তৈরী করে সামিল হয়েছে শোভা যাত্রায়।

- সৈকত - তুমি তোমার আইডিয়াটা আয়োজকদের কারো কাছে দিতে পারো।
- একুশে একাডেমীর বই মেলায় গিয়ে সেদিন আমারও একটা কথা মনে হয়েছিলো। বলবো?
- বলো চুমকী।
- কোনটারে চুমকী?
- স্নিগ্ধা, ওই যে তোকে সেদিন বলছিলাম না?
- ছবি?
- হ্যাঁ। বুঝলে সৈকত। সেদিন একুশের মেলায় গিয়ে মনে হলো মাঠের কোনখানে কোনভাবে যদি ভাষা শহীদদের ছবি গুলো রাখা যেতো তা'হলে আমরা বার বার তাঁদেরকে দেখতে পারতাম আর আমাদের প্রজন্মরাও তাঁদেরকে চিনতে পারতো। মনে রাখতে পারতো। ছবিই তো কথা বলে - তাই না?
- চুমকী তোমার আইডিয়াটা চমৎকার কিন্তু কতজন ভাষা সৈনিকের ছবি রাখা যাবে?
- না আমি বলছি না সবার ছবিই রাখতে হবে এবং তা সম্ভবও নয় তবে যাঁরা সে সময়েই শহীদ হয়েছেন এবং সে সময়ে মূখ্য ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের গুলো অন্তত রাখা যেতে পারে।
- কিন্তু বৃষ্টি হতে পারে, বাতাস থাকতে পারে অথবা সংগ্রহ করাও দুরূহ হতে পারে
- তবুও ...
- তুই দাঁড়া চুমকী আমাকে বলতে দে। সৈকত, - চাইলেই করা যাবে। বলছি না সব একবারেই করতে হবে। শুরুটা হোক না দু'একটা ছবি দিয়ে।
- সৈকত তোমার এবার আরেকটা দায়িত্ব এসে গেলো বই মেলার আয়োজকদের কানে প্রস্তাবটা তুলে দেয়া।
- আরে ভাই আমি হলাম থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার - ফারুকীও না, তিশাও না - আমার কথায় কে পাত্তা দেবে? তবে এটা বলতে পারি, আমরা বলি বা না বলি একদিন দেখবে মঙ্গল শোভাযাত্রাও হচ্ছে আবার ভাষা শহীদদের ছবিও শোভা পাচ্ছে। এই যে বিশাল বৈশাখী মেলা আজ দেখছো শুনেছি বারউডে যখন শুরু হয়েছিলো তখন নাকি পঞ্চাশ জন মানুষও হয়নি। আর ঐ বই মেলা? নেয়ামুল বারী নেহাল নামে এক পাগল ভাঙ্গাচোরা এক টেবিলের ওপর কিছু নতুন পুরাতন বই দিয়ে নাকি শুরু করেছিলো বইমেলা। বিন্দু থেকেই বৃত্ত হয়। তবে বিন্দুটা কাওকে না কাওকে তো প্রথম আঁকতে হয়। তাই না?
- চলো এবারে মঞ্চের দিকে যাওয়া যাক। এতক্ষণে ধূম-ধাড়াক্কা শেষ হয়েছে - এবার কিছু মন ভোলানো বাংলা গান শোনা যাবে মনে হয়।

- বেশ চলো। তবে যত যাই হোক এই বৈশাখী মেলা আর একুশের মেলা হলো আমাদের প্রাণের মেলা।
- অবশ্যই। আমাদের শেকড়ের মেলা।
- চুমকী - তুই তোর প্রিয় গানটা একটু ধরবি নাকি?
- প্রিয় গানটা মানে?
- ন্যাকা! যেন আসমান থেকে পড়লো। রাত দিন শুনতে শুনতে আমার কান ঝালা পালা হয়ে গেলো
- ও, বুঝেছি বেশ শোন। ... আমি সাত সাগর পাড়ি দিয়ে কেন সৈকতে ফিরে আসি ...
- আসলে চুমকী, আমরা সাত সাগর পাড়ি দিয়ে যেন প্রাণের মেলা, শেকড়ের মেলার সৈকতেই ফিরে এসেছি।